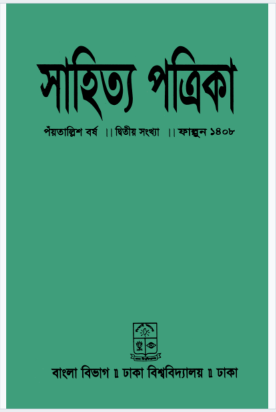

Vol. 45 | No. 2 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে অলংকারতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

Volume	45
Issue	2
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নিরঞ্জন অধিকারী, মাধবী রানী চন্দ
Published online	February 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v45i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.2
Pages	৫৬-৮৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে অলংকারতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

নিরঞ্জন অধিকারী*
মাধবী রানী চন্দ**

পুরাণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে–

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ।।[১]

অর্থাৎ (১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতিসর্গ (প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টির ধ্বংসের পরে নতুন সৃষ্টির বিকাশ, (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা), (৪) মন্বন্তর (মনুগণের শাসনকাল) ও (৫) বংশানুচরিত (নৃপতিগণের ইতিহাস) পুরাণের প্রধান পঞ্চলক্ষণ।

অলংকারতত্ত্ব পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা অলংকারতত্ত্বের ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অলংকারের তুলনামূলক আলোচনা। ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বাচার্য ও উত্তর-আলোচকদের সাথে আলোচ্য দুটি পুরাণে বিধৃত অলংকার-বিবেচনার মধ্যেকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং অলংকারতত্ত্বের ইতিহাসে উল্লিখিত দুটি পুরাণে বর্ণিত অলংকারতত্ত্বের গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদর্শিত হয়েছে।

দুই

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে অষ্টশতাধিক অধ্যায় রয়েছে। এতে পুরাণের মূল বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, অলংকার, নাট্যতত্ত্ব

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অলংকারতত্ত্ব। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে সতের (প্রহেলিকা নামক অলংকার ধরে আঠার) প্রকার অলংকার বর্ণিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, অলংকারের আলোচনা পুরাণের প্রধান বিষয় নয়। তাই অনেকে পুরাণসমূহে আলোচিত কাব্যতত্ত্ব তথা অলংকারতত্ত্বভিত্তিক অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলতে চান। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। পুরাণে একজন প্রাজ্ঞ বক্তা আগ্রহী ও বোদ্ধা শ্রোতা বা শ্রোতৃবর্গের কাছে কোন বিষয় সবিস্তার বা সব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে বক্তা ঋষি মার্কণ্ডেয় ও শ্রোতা নৃপতি বজ্র। বক্তা শ্রোতার উপকারার্থে মূল প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতেই পারেন। সুতরাং প্রক্ষিপ্ত কি মূলীভূত, এ আলোচনায় না গিয়ে আমরা বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বিধৃত অলংকারতত্ত্বের আলোচনা করব। আলোচনার মধ্যদিয়ে আভ্যন্তর প্রমাণেই আমরা দেখতে পাব, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ— বিশেষ করে এর অলংকারতত্ত্ব অংশটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পরে এবং ভামহ, দণ্ডী--এঁদের অলংকার শাস্ত্রগ্রন্থের পূর্বে রচিত। ভরত মোট চার প্রকার অলংকারের কথা বলেছেন। সেখানে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে প্রধানত সতের প্রকার অলংকার বর্ণিত হয়েছে। অগ্নিপুরাণে অলংকারের আলোচনা আরও সুবিন্যস্ত এবং ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিক কর্তৃক বর্ণিত অলংকারের সংখ্যা আরও বেশি। কবিরা নতুন নতুন অলংকার উদ্ভাবন করেছেন, অলংকারিকরা তা গণনা করে সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক বর্ণনা করেছেন। এভাবেই অলংকারের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। এদিক থেকে একদিকে ভরতের আলোচনা এবং অন্যদিকে অগ্নিপুরাণকার ও ভামহ-দণ্ডীদের আলোচনার মধ্যবর্তীকালে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের অবস্থান। তাই অলংকারতত্ত্বের আলোচনায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ। কালের দিক থেকে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণকে ৪০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে।[২]

তিন

অগ্নিপুরাণ

অগ্নিপুরাণ খ্রিস্টীয় নবম শতকের রচনা বলে পণ্ডিতদের অভিমত।[৩] সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-এই তিন প্রকার পুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ তামসিক পুরাণের অন্তর্গত। এতে ৩৮৩টি অধ্যায় আছে। ৩৩৭ থেকে ৩৪৭ অধ্যায় পর্যন্ত (কোন কোন সংস্করণে ৩৩৬ থেকে ৩৪৬ অধ্যায় পর্যন্ত) নাট্যতত্ত্ব ও অলংকারতত্ত্ব আলোচিত।

৩৪২ অধ্যায়ের শেষভাগ থেকে ৩৪৫ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষভাবে অলংকারতত্ত্ব আলোচিত। ব্যাকরণের আলোচনাও এতে রয়েছে। যম, নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগের আলোচনা শেষে অদ্বৈত বেদান্তের ও শ্রীমদ্‌ভবদ্‌গীতার সারাংশ এখানে সংকলিত হয়েছে। এ পুরাণে ঋষি বশিষ্ঠ প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা এবং অগ্নি বক্তা ও উত্তরদাতা। উল্লেখ্য, পুরাণের কয়েকস্থলের বক্তা সূর্য এবং অন্যস্থলে বক্তা বিষ্ণু ও শ্রোতা গঙ্গা। আমাদের ব্যবহৃত বা পঠিত অগ্নিপুরাণে গঙ্গা ও বিষ্ণুর প্রশ্ন ও উত্তর বা সূর্যকৃত কোন ব্যাখ্যা নেই। তাই পণ্ডিতেরা একে আসল বা মূল অগ্নিপুরাণ বলে বিবেচনা করেন না। তাঁদের মতে মূল অগ্নিপুরাণ 'আগ্নেয়পুরাণ' অথবা 'বহ্নিপুরাণ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যতদূর জানি, এখনও পর্যন্ত এটি পাণ্ডুলিপির মধ্যেই বর্তমান, মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'অন্বীক্ষা'য় 'বহ্নিপুরাণ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।[৪] লোকশিক্ষার নিমিত্ত যে-সকল বিদ্যার প্রয়োজন, সে-সকল বিদ্যার সার অগ্নিপুরাণে সংগৃহীত। তাই একে সমগ্র ভারতীয় বিদ্যার বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না। একদিকে ভরত, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, দণ্ডী, ভামহ প্রমুখ আলংকারিক অন্যদিকে ভোজ, মম্মট প্রভৃতি আলংকারিকদের মধ্যবর্তীকালে অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অলংকারতত্ত্ব সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চিহ্নিত হয়ে যায় আপন স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়।

চার

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে অলংকার প্রসঙ্গ

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে অলংকার আলোচনায় ১৭টি অলংকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অলংকারগুলি নিম্নরূপ–

১। অনুপ্রাস ২। যমক ৩। রূপক ৪। ব্যতিরেক ৫। শ্লেষ ৬। উৎপ্রেক্ষা ৭। অর্থান্তরন্যাস ৮। উপন্যাস ৯। বিভাবনা ১০। অতিশয়োক্তি ১১। বার্তা ১২। যথাসংখ্য ১৩। বিশেষোক্তি ১৪। বিরোধ ১৫। নিন্দাস্তুতি ১৬। নিদর্শনা ১৭। অনন্বয়।

এখন বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অনুসারে প্রতিটি অলংকারের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

(১) অনুপ্রাস

বারবার একই বর্ণের যে বিন্যাস, প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাকেই অনুপ্রাস বলেছেন—

এৈকেকস্য তু বর্ণস্য বিন্যাসো যঃ পুনঃ পুনঃ।

অর্থগত্যা তু সংখ্যাতমনুপ্রাসং পুরাতনৈঃ।।[৫]

তবে পুরাণকার সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, অনুপ্রাসের অতিব্যবহারে গ্রাম্যতার সৃষ্টি হয়।[৬]

(২) যমক

যমকের লক্ষণে তিনি বলেন, একই শব্দের বারবার ব্যবহারকে যমক অলংকার বলা হয়।[৭] তিনি আরও বলেন, বাক্যের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে যমকের ব্যবহার হতে পারে। সন্দষ্টক ও সমুদ্‌গ দু-প্রকার যমকের নাম।[৮] তবে শ্লোকের সমস্ত পদে যমকের ব্যবহার দুষ্কর।[৯]

(৩) রূপক

উপমানের দ্বারা উপমেয়ের তুল্যত্বকে রূপক অলংকার বলা হয়।[১০]

(৪) ব্যতিরেক

ব্যতিরেকের লক্ষণে তিনি বলেন,

গুণানাং ব্যতিরেকেণ ব্যতিরেকমুদাহৃতম্ ।

উপমানবিরুদ্ধৈশ্চ গুণৈস্তদপরং মতম্ । ।[১১]

অর্থাৎ রূপক অলংকারের ক্ষেত্রে উপমেয় ও উপমানের যে তুল্যত্ব, তা থেকে যদি কোন গুণের অধিক ঘটে, তাহলে তা হবে ব্যতিরেক অলংকারের উদাহরণ। পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, অন্যমতে উপমানের বিরুদ্ধতা তথা গুণের বিরুদ্ধতা দ্বারাও ব্যতিরেক অলংকারের সৃষ্টি হয়।

(৫) শ্লেষ

পুরাণকার বলেন, একই শব্দ যদি দুটি বা তিনটি অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তাকে শ্লেষ অলংকার বলে।[১২]

(৬) উৎপ্রেক্ষা

উৎপ্রেক্ষার লক্ষণে তিনি বলেন, অর্থের রূপকল্পনার যেখানে অন্যথা ঘটে, পুরাতনগণ কর্তৃক তা উৎপ্রেক্ষা নামক অলংকার বলে কথিত।

(৭) অর্থান্তরন্যাস

অর্থান্তরন্যাসের লক্ষণে পুরাণকার বলেন, কখনো যদি পূর্বার্থে অনুগত থেকে অন্যার্থে প্রস্তুত বিষয়ের উপন্যাস হয়, তাহলে তাকে অর্থান্তরন্যাস অলংকার বলা হয়।[১৩] লক্ষণটি থেকে উপলব্ধ হয় যে এখানে দুটি বাক্য থাকবে; উত্তর বাক্যে, পূর্ব বাক্যের অর্থ উপন্যস্ত হবে।

(৮) উপন্যাস

বক্তব্যের অর্থে যদি অন্য অর্থের উপন্যাস হয় তা হলে তাকে উপন্যাস অলংকার বলা হয়। অথবা বক্তা যদি এক অর্থে অন্য অর্থের উপন্যাস ঘটান তাহলে তাকে উপন্যাস অলংকার বলে।[১৪] এটিকে এক প্রকার ব্যাজোক্তি বলে অনুমান করা হয়।

(৯) বিভাবনা

অতঃপর বিভাবনা অলংকারের সংজ্ঞা নির্ধারিত হচ্ছে। কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলংকার হয়। 'হেতুং বিনা বিততাং প্রাপ্তা সা তু বিভাবনা।[১৫]

(১০) অতিশয়োক্তি

উপমেয় অতুলনীয় উপমার চমৎকারিত্বের দ্বারা উপমিত হলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে।[১৬] উপমা অলংকারের চরম পরিণতিই হলো অতিশয়োক্তি।

(১১) বার্তা

পুরাণকার বলেন, যথাস্বরূপ বর্ণনাকে বার্তা অলংকার বলা হয়। এ অলংকারের ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয় বহুলভাবে ক্রমশ নির্দিষ্ট হয়।[১৭] কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একে **স্বভাবোক্তি** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) যথাসংখ্য

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণকার যথাসংখ্য অলংকারের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। তিনি শুধু বলেছেন পুরাতনগণ যথাসংখ্য নামে একটি অলংকারের উল্লেখ করেছেন।[১৮]

(১৩) বিশেষোক্তি

বিশেষ প্রাপ্তি থেকে বিশেষোক্তি অলংকার হয়।[১৯]

(১৪) বিরোধ

বিরোধ অলংকারের লক্ষণে পুরাণকার বলেন যে ক্রিয়া অন্য ফল প্রদান করে, তাকে বিরোধ অলংকার বলা হয়।[২০] অর্থাৎ ক্রিয়া যদি স্বাভাবিক ফলকে বাধাগ্রস্ত করে অন্য ফল প্রদান করে তাহলে বিরোধ অলংকার হয়।

(১৫) নিন্দাস্তুতি

স্তুতিচ্ছলে যে নিন্দা তাকে নিন্দাস্তুতি বলা হয়। আবার নিন্দাচ্ছলে যে স্তুতি তাকেও নিন্দাস্তুতি বলা হয়।

স্তুতিরূপেণ যা নিন্দা নিন্দাস্তুতিরিহোচ্যতে
নিন্দাস্তুতিস্তথৈবোক্তা নিন্দারূপেণ যা স্তুতিঃ।।[২১]

(১৬) নিদর্শনা

কোন বস্তুর উপমানের দ্বারা উপমেয়ের দর্শনকে নিদর্শনা অলংকার বলে।[২২]

(১৭) অনন্বয়

পুরাণকার তাঁর বর্ণিত সর্বশেষ অলংকার অনন্বয়-এর লক্ষণে বলেন, একই বস্তু উপমেয় বা উপমান হলে অনন্বয় অলংকার হয়। অর্থাৎ তখন উপমেয় নিজেই নিজের উপমা হয়। যেমন, সে নিজেই তার (নিজের) দ্বারা, সে নিজে তার (নিজের) মত, এরূপ অর্থ হলে, অনন্বয় অলংকার হয়।[২৩]

অতঃপর বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণকার পৃথক অধ্যায়ে প্রহেলিকার আলোচনা করেছেন। প্রহেলিকা অলংকার পদবাচ্য কি না তা নিয়ে সেকালেও বিতর্ক ছিল। সম্ভবত সে কারণে পৃথক অধ্যায়ে প্রহেলিকার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের অলংকার পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেখানে শব্দ ও অর্থের ভিত্তিতে অলংকারের কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। যমক অলংকারের সন্দষ্টক ও সমুদগ- কেবল এই দুই ভেদের কথা বলা হয়েছে। পূর্বগামী ভরত দশ প্রকার যমকের কথা বলেছেন। তার মধ্যে সন্দষ্টক ও সমুদগ অলংকারের উল্লেখ আছে। লক্ষণীয়, পুরাণকার অন্যান্য আলংকারিক কর্তৃক স্বীকৃত অর্থালংকার 'উপমা'-র কোন উল্লেখই করেননি। তিনি ব্যতিরেক অলংকারের সংজ্ঞার্থ বিষয়ে দুটি মতের উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণকার সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত অলংকারের সংজ্ঞা দিলেও কোন উদাহরণ দেননি।

পাঁচ

অগ্নিপুরাণে অলংকার-প্রসঙ্গ

অগ্নিপুরাণকার ৩৪২ সংখ্যক অধ্যায়ে অভিনয় ও রসের আলোচনার পরে অলংকারের আলোচনা করেছেন। অলংকার প্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণকার বলেন, **কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকারান্ প্রচক্ষতে**।[২৪] অর্থাৎ কাব্যের শোভাকর ধর্মকে অলংকার বলা হয়। অলংকারসকল অলংকরণশীল। অগ্নিপুরাণকারের মতে অলংকার তিন প্রকার– **শব্দালংকার, অর্থালংকার** ও **শব্দার্থালংকার**- শব্দমর্থমুভৌ ত্রিধা।

শব্দালংকার

পুরাণকার বলেন, যা ব্যুৎপত্তিদ্বারা শব্দকে বিভূষিত করতে সমর্থ হয়, তাকে শব্দালংকার বলা হয়। পুরাণকারের মতে শব্দালংকার নয়টি– ছায়া, মুদ্রা, উক্তি, যুক্তি, গুম্ফনা, বাকোবাক্য, অনুপ্রাস, চিত্র ও দুষ্কর।

ছায়া

অন্যোক্তির অনুকরণের নাম ছায়া। এই ছায়া, লোকোক্তি, ছেকোক্তি, অর্ভকোক্তি ও মত্তোক্তি ভেদে চার প্রকার।

লোকোক্তি– লোকোক্তি হল লোকে যেমন কথা বলে তার অনুসরণ।

ছেকোক্তি– 'ছেক' মানে পণ্ডিত, পণ্ডিতের উক্তির অনুকরণ হল ছেকোক্তি।

অর্ভকোক্তি– অর্ভকোক্তি হল বালকের উক্তি, অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের উক্তি।

মত্তোক্তি– মত্তোক্তি হল উন্মত্ত বা পাগলের উক্তি।

মুদ্রা

পুরাণকারের মতে, অভিপ্রায় বিশেষের দ্বারা যা কবির শক্তি প্রকাশ করে, সেই মুদ্ বা আনন্দ প্রদায়িনীকে মুদ্রা বলা হয়। শয্যা সেই আনন্দপ্রদায়িনী মুদ্রারই নামান্তর।

অভিপ্রায়বিশেষেণ কবিশক্তিং বিবৃণ্বতী।
মুৎপ্রদায়িনীতি সা মুদ্রা সৈব শয্যাপি নো মতে।[২৫]

উক্তি

উক্তি নামক শব্দালংকারের লক্ষণে পুরাণকার বলেন, যাতে যুক্তিযুক্ত কোন অর্থ লোকযাত্রানুসারী হয় এবং সজ্জনের হৃদয়ে আনন্দ দেয়, তাকে উক্তি বলে। উক্তি ছয় প্রকার— বিধি, নিষেধ, নিয়ম, অনিয়ম, বিকল্প এবং পরিসংখ্যা।[২৬]

যুক্তি

অসঙ্গত শব্দার্থের যদি কোন যুক্তি দ্বারা সঙ্গতি দেখানো হয়, তবে তাকে যুক্তি বলা হয়। এই যুক্তিকে পুরাণকার ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন–পদ, পদার্থ, বাক্য, বাক্যার্থ, বিষয় ও প্রকরণ।[২৭]

গুম্ফনা

শব্দার্থক্রম সমন্বিত রচনাচর্যাকে গুম্ফনা বলে। শব্দানুকার-হেতু অর্থ, অন্বর্থ ও পূর্বার্থ ভেদে গুম্ফনা তিন প্রকার–

গুম্ফনা রচনচর্যা শব্দার্থক্রমগোচরা।
শব্দানুকারাদর্থানুপূর্বাচ্চেয়ং ক্রমাৎ ত্রিধা।[২৮]

বাকোবাক্য

পুরাণকারের মতে, উক্তি-প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক্যই বাকোবাক্য। এটি প্রথমত দু প্রকার- ঋজূক্তি ও বক্রোক্তি। সহজ বাক্যকে ঋজূক্তি বলে। এটি আবার দুভাগে বিভক্ত পূর্বপ্রশ্নিকা ও প্রশ্নপূর্বিকা। আর বক্রোক্তি ভঙ্গী এবং কাকুর দ্বারা হতে পারে। সুতরাং এটিও দ্বিবিধ।[২৯]

অতঃপর অগ্নিপুরাণকার ৩৪৩তম অধ্যায়ে অবশিষ্ট তিন প্রকার শব্দালংকারের আলোচনা করেছেন। অলংকার তিনটি হচ্ছে– অনুপ্রাস, চিত্র ও দুষ্কর।

অনুপ্রাস

পুরাণকার অনুপ্রাসের লক্ষণে বলেন, পদ বা বাক্যগত বর্ণের আবৃত্তি অনুপ্রাস। একবর্ণ ও অনেক বর্ণের আবৃত্তি অনুসারে অনুপ্রাস দুই প্রকার। একবর্ণের আবৃত্তির স্থলে পাঁচটি বৃত্তি গঠিত হয় যথা– মধুরা, ললিতা, প্রৌঢ়া, ভদ্রা ও পরুষা।[৩০] একবর্ণা আবৃত্তিরূপ অনুপ্রাসের কর্ণাটী, কৌন্তলী ইত্যাদি নামে আরও সাতটি বৃত্তির তিনি উল্লেখ করেছেন।

'অনুপ্রাস' অলংকারের আলোচনার পরই রয়েছে যমক অলংকারের আলোচনা। তবে এখানে যমক অলংকারের আলোচনা অনুপ্রাসের আলোচনারই অঙ্গীভূত।

যমকের লক্ষণে অগ্নিপুরাণকার বলেন–

> অনেকবর্ণাবৃত্তির্যা ভিন্নার্থপ্রতিপাদিকা।
> যমকং সাব্যপেতঞ্চ ব্যপেতঞ্চেতি তদ্দ্বিধা।[৩১]

অর্থাৎ অনেক বর্ণের আবৃত্তি হবে এবং সেই বর্ণ সমুদয়ের অর্থের প্রভেদ থাকবে। এর মানে হল, অর্থহীন হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু অর্থযুক্ত হলে ভিন্নার্থক হবে। যমককে তিনি প্রথমে দুভাগে ভাগ করেছেন– ব্যপেত ও অব্যপেত। ব্যপেত যমক স্থান ও পাদভেদে দ্বিবিধ। আবার অব্যপেত যমকও তদ্রূপ দ্বিবিধ। উভয়ে মিলে চতুর্বিধ।

এরপর পুরাণকার পাদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভেদে বিবিধ প্রকার যমকের কথা বলেছেন। যমক ও তার প্রকারভেদের আলোচনা করে সর্বশেষে যমকের দশটি ভেদের কথা বলে এই যমক কয়টিকে তিনি শ্রেষ্ঠ যমক বলেছেন। এগুলো হল– পাদান্ত, কাঞ্চী, সমুদ্গ, বিক্রান্ত, চক্রবাল, সংদষ্টক, পাদাদি, আম্রেড়িত, চতুর্ব্যবসিত ও মালা যমক।[৩২]

চিত্র

পুরাণকার শব্দালংকারের মধ্যে যে নয়টির পরিগণনা করেছেন, তাদের মধ্যে চিত্র হল অষ্টম শব্দালংকার। তিনি এর লক্ষণে বলেন– *গোষ্ঠ্যাং কুতূহলাধায়ী বাগ্বন্ধশ্চিত্রমুচ্যতে।*[৩৩]

অর্থাৎ শিষ্টসভায় যে বর্ণসমাবেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে, তাকেই চিত্র নামক অলংকার বলা হয়েছে এবং চিত্রালংকারের প্রশ্ন, প্রহেলিকা, গুপ্ত, চ্যুত, দত্ত, চ্যুতদত্ত ও সমস্যা- এই সাত প্রকারের ভেদ দেখান হয়েছে।

প্রশ্ন– পুরাণকার চিত্রালংকারের ভেদ 'প্রশ্নের' লক্ষণে বলেন, প্রশ্ন হচ্ছে যাতে কিছু প্রশ্ন করা হয় এবং তার উত্তর তার সঙ্গেই থাকে। এখানে প্রশ্নকর্তা এক বা দুই হতে পারে। এভাবে প্রশ্নের দুটি ভেদ পাওয়া যায়। একের প্রশ্ন হলে তা আবার সমস্ত বা অসমস্ত দু প্রকারই হতে পারে।[৩৪]

প্রহেলিকা – প্রহেলিকার লক্ষণে পুরাণকার বলেন, যেখানে দুটি অর্থই গুপ্ত থাকে অর্থাৎ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, তাকে প্রহেলিকা বলে।[৩৫] এ প্রহেলিকা আবার দ্বিবিধ-শাব্দী এবং আর্থী। যা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত তা শাব্দী। যা তাৎপর্য দ্বারা বুঝে নিতে হয় তা আর্থী। অতঃপর এই প্রহেলিকাকে আবার তিনি ষড়্বিধ বলেছেন। পুরাণকার এই ভেদগুলির নামোল্লেখ করেন নি এবং লক্ষণও নির্দেশ করেন নি।

গুপ্ত– পুরাণকার বলেন, যেখানে বাক্যের একটি অংশ গূঢ় থাকে এবং সেই অংশের অর্থটি অলীক হয়, তাকে গুপ্ত বা গূঢ় বলা হয়।[৩৬]

চ্যুত, দত্ত, চ্যুতদত্ত– যখন বাক্যাংশের বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয় এবং অন্য অর্থে প্রতীত হয়, তখন চ্যুতাক্ষর অলংকার হয়। এভাবে যেখানে বাক্যাংশের যোজনা করলে দ্বিতীয় অর্থ প্রতীত হয়, সেখানে হয় **দত্তাক্ষর**। আবার যেখানে, কোন অক্ষর পরিত্যাগ করে আরেকটি অক্ষর যোজনা করলে অন্যার্থ প্রতীত হয় তা **চ্যুতদত্তাক্ষর**। এর মধ্যে চ্যুত এবং দত্তের চারটি করে ভেদ পুরাণকার দেখিয়েছেন। যথা– স্বরচ্যুত, ব্যঞ্জনচ্যুত, বিন্দুচ্যুত ও বিসর্গচ্যুত। চ্যুতদত্তাক্ষরের ভেদ পুরাণকার দেখাননি।

সমস্যা– অতঃপর তিনি চিত্রালংকারের ভেদ সমস্যার সংজ্ঞায় বলেন–

সুশ্লিষ্টপদ্মমেকং যন্নানাশ্লোকাংশনির্মিতম্।
সা সমস্যা পরস্যাত্ম-পরয়োঃ কৃতি সঙ্করাৎ।[৩৭]

অর্থাৎ যাতে নানা শ্লোকের অংশের সমন্বয়ে একটি সুসংবদ্ধ অর্থবিশিষ্ট শ্লোক গঠিত হবে, তা সমস্যা নামক চিত্র অলংকার হবে।

পুরাণকার সুশ্লিষ্ট অর্থে Well connected বোঝাতে চেয়েছেন। এতে শুধু পরের রচনা, অথবা পরের ও নিজের রচনা থাকতে পারে।

দুষ্কর

পুরাণকার বর্ণিত সর্বশেষ শব্দালংকারটি হল দুষ্কর। তিনি বলেন, এই অলংকার অতিকষ্টে রচিত হলেও এবং নীরস হলেও এটি কবির সামর্থ্য সূচনা করে। তাই এতে পণ্ডিতগণের খুব আনন্দ হয়।[৩৮]

এই দুষ্কর অলংকারের ভেদ হল তিনটি– নিয়ম, বিদর্ভ ও বন্ধ।

নিয়মাচ্চ বিকল্পাচ্চ (পাঠান্তর বিদর্ভাচ্চ) বন্ধাচ্চ ভবতি ত্রিধা।[৩৯]

পুরাণকার বন্ধের বহুবিধ বিভাগ দেখিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম আটটির নাম উল্লেখ করেছেন।

গোমূত্রিকার্ধভ্রমণে সর্বতোভদ্রমম্বুজম্।
চক্রং চক্রাব্জং দণ্ডো মুরজশ্চেতি চাষ্টধা।[৪০]

কবিতার অক্ষরের দ্বারা এই বিশিষ্ট চিত্র বা শিল্পকর্মগুলি বন্ধন অর্থাৎ গ্রথিত করা হয় বলে এগুলিকে বন্ধ বলে। পুরাণকার ৩৪৩তম অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৬২ শ্লোক পর্যন্ত বিভিন্ন বন্ধের লক্ষণ বিন্যাস করেছেন। তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় চক্রবন্ধে শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দ হবে, গোমূত্রিকা বন্ধ সকল ছন্দেই হতে পারে এবং অন্যান্য সকল বন্ধে অনুষ্টুপ ছন্দ থাকবে।

বন্ধ কবি ও আলংকারিকাদের অতি প্রিয়।

অর্থালংকার

অগ্নিপুরাণকার ৩৪৪তম অধ্যায়ে অর্থালংকার বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, যার দ্বারা অর্থের অলংকরণ হয়, তা অর্থালংকার। অর্থালংকার ছাড়া শব্দসৌন্দর্যও মনোহর হয় না।[৪১] অর্থালংকারবিহীন যে কবিরচনা (সরস্বতী), তাকে পুরাণকার বিধবা নারীর মত শোভাহীন বলেছেন– 'অর্থালংকাররহিতা বিধবের সরস্বতী।[৪২]

অর্থালংকার অষ্টবিধ–

স্বরূপমথসাদৃশ্যমুৎপ্রেক্ষাতিশয়বাপি।
বিভাবনা বিরোধশ্চ হেতুশ্চ সমমষ্টধা।[৪৩]

স্বরূপ সাদৃশ্য ও উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়, বিভাবনা, বিরোধ, হেতু ও সম এই অষ্টবিধ অবস্থাকে আশ্রয় করে আট প্রকার অর্থালংকার হয়।

স্বরূপ

পুরাণকার বলেন, ভাবসমূহের (পদার্থের) স্বভাবকেই স্বরূপ বলা হয়। এটি দুপ্রকার– স্বকীয় ও আগন্তুক। স্বকীয় স্বরূপ হল সাংসিদ্ধিক আর আগন্তুক হল নৈমিত্তিক।[৪৪]

সাদৃশ্য

পুরাণকার বলেন, সাদৃশ্য অর্থ সাধারণ ধর্মের তুল্যতা। এই সাদৃশ্যাশ্রিত অলংকার চতুর্বিধ। যথা– উপমা, রূপক, সাহোক্তি ও অর্থান্তরন্যাস।

(ক) উপমা

উপমার লক্ষণে পুরাণকার বলেন, উপমান এবং উপমেয় কিছু সাধারণধর্মযোগে সাদৃশ্য লাভ করলে উপমা অলংকার হয়।[৪৫] কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য নিয়ে যেখানে ভাব প্রবর্তিত হয়, প্রতিযোগীর সমাস ও অসমাস ভেদে সে উপমা দুপ্রকার- সমাসগত ও অসমাসগত।[৪৬] *'সমাসেনাসমাসেন সা দ্বিধা প্রতিযোগিনঃ'*।[৪৭]

এভাবে উপমার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে পুরাণকার উপমার আঠার প্রকার বিশেষ ভেদের কথা বলেছেন।

'বিশিষ্যমাণা উপমা ভবান্ত্যষ্টাদশাস্ফুটাঃ।[৪৮]

এ আঠারটি ভেদ হল– ধর্মোপমা, বস্তূপমা, পরস্পরোপমা, বিপরীতোপমা, নিয়মোপমা, অনিয়মোপমা, সমুচ্চয়োপমা, ব্যতিরেকোপমা, বহূপমা, মালোপমা, বিক্রিয়োপমা, অদ্ভুতোপমা, মহোপমা, সংশয়োপমা, নিশ্চয়োপমা, বাক্যার্থোপমা, অসাধারণী ও গমনোপমা।

পুরাণকার বলেন, যেখানে সাধারণধর্ম বলা হয়, তা **ধর্মোপমা** আর যেখানে বস্তু প্রাধান্য পায় অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না তা **বস্তূপমা**।[৪৯]

যেখানে উপমেয় এবং উপমানকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সেখানে **পরস্পরোপমা** অলংকার হয়–

তুল্যমেবোপমীয়তে যত্রান্যোন্যেন ধর্মিণৌ।

পরস্পরোপমা সা স্যাৎ।[৫০]

উপমান এবং উপমেয়ের প্রসিদ্ধির বৈপরীত্য হল **বিপরীতোপমা**– প্রসিদ্ধেরন্যথা তয়োঃ বিপরীতোপমা সা স্যাৎ।[৫১] 'ব্যাবৃত্তের্নিয়মোপমা'[৫২]– যেখানে

অন্যের সাথে সাদৃশ্য ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ করা হয় তা **নিয়মোপমা**। আর **অনিয়মোপমা** হল, *"অন্যত্রাপ্যনুবৃত্তেস্তু ভবেদনিয়মপমা।'* অর্থাৎ যেখানে উপমানতা একটিতে সীমাবদ্ধ নয় তা অনিয়মোপমা।

'সমুচ্চয়োপমাতোহন্যধর্মবাহুল্যকীর্তনাৎ'।[৫৩] অর্থাৎ যেখানে উপমানের একাধিক ধর্ম উপমেয়ে দেখা যায় তা **সমুচ্চয়োপমা**।

উপমেয় ও উপমানের বহুধর্মগত অর্থাৎ নানা প্রকার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও যদি কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহলে **ব্যতিরেকোপমা** অলংকার হয়।

অতঃপর পুরাণকার বহূপমার লক্ষণে বলেন, যেখানে অনেকগুলি সদৃশপদার্থ অর্থাৎ উপমানের সাথে একটি পদার্থ (উপমেয়) তুলিত হয়, সেখানে **বহূপমা** অলংকার হয়। *'যত্রোপমা স্যাদ্বহুভিঃ সদৃশৈঃ সা বহূপমা।'* [৫৪]

আর উপমেয় একটি, উপমান অনেক কিন্তু সদৃশ ধর্ম প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পৃথক হলে তাকে বলা হয় **মালোপমা**। উল্লেখ্য, বহূপমার সাথে মালোপমার পার্থক্য হল বহূপমায় উপমান বহু, কিন্তু সদৃশধর্ম এক। আর মালোপমার ক্ষেত্রেও উপমান বহু কিন্তু প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সদৃশধর্ম পৃথক।

উপমানকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করে তার সঙ্গে তুলনা করলে তাকে **বিক্রিয়োপমা** বলা হয়ে থাকে– *'উপমানবিকারেণ তুলনা বিক্রিয়োপমা।*[৫৫]

কবি যখন ত্রিকালে অসম্ভব কোন অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য উপমানে আরোপ করেন তখন **অদ্ভুতোপমা** নামক অলংকার হয়—

ত্রৈকাল্যাসম্ভবি কিমপ্যারোপ্য প্রতিযোগিনি।
কবিনোপমীয়তে যা প্রথতে সাদ্ভুতোপমা। [৫৬]

মেহোপমার লক্ষণ এরূপ–

প্রতিযোগিনমারোপ্য তদ্‌ভেদেন কীর্তনম্।
উপমেয়স্য সা মোহোপমাসৌ ভ্রান্তিমদ্বচঃ । [৫৭]

উপমানকে তার অভেদে আরোপ করে, যেখানে উপমেয়ের কীর্তন হয়, সেই ভ্রান্তিবিশিষ্ট বাক্যের যে অলংকার, তা **মোহোপমা**।

উপমান এবং উপমেয়ের সাদৃশ্যবশে অন্যতর সংশয় হলে, একে **সংশয়োপমা** অলংকার বলা হয়– *'উভয়োর্ধর্মিণোস্তথ্যানিশ্চয়াৎ সংশয়োপমা।*[৫৮]

উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় করে পরে যথার্থ জ্ঞান বা সংশয়ের অপগম হলে তা **নিশ্চয়োপমা–** উপমেয়স্য সংশয্য নিশ্চয়ান্নিশ্চয়োপমা। [৫৯]

যেখানে বাক্যার্থের সঙ্গে বাক্যার্থ উপমিত হয় তাকে **বাক্যার্থোপমা** বলে– *'বাক্যার্থেনৈব বাক্যার্থোপমা স্যাদুপমানতঃ।'* [৬০]

যেখানে উপমেয়ই উপমান হয় তা **অসাধারণোপমা**। অর্থাৎ অপূর্বতা হেতু উপমেয়ের উপমান পাওয়া যায় না, তাই স্বয়ং উপমেয়ই উপমান হয়— 'আত্মনোপমানাদুপমাসাধারণ্যতিশায়িনী।' [৬১]

অতঃপর **গমনোপমা** প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উপমা অলংকার কয়েকটি থাকবে। প্রথমটির উপমেয় পরেরটিতে উপমান হবে। এভাবে ক্রমশ বিন্যস্ত হলে তা **গমনোপমা**–

উপমেয়ং যদন্যস্য তদন্যস্যোপমা মতা।

যদ্যুত্তরোত্তরং যাতি তদাসৌ গমনাপমা। [৬২]

অতঃপর পুরাণকার উপমার আবার পাঁচটি ভেদ দেখিয়েছেন, কিন্তু এদের বিশদ বিবরণ দেননি।

(খ) রূপক

এখন সাদৃশ্যমূলক অলংকারের দ্বিতীয়টি দেখান হচ্ছে। এর নাম রূপক। এর লক্ষণে পুরাণকার বলেন–

উপমানেন যৎ তত্ত্বমুপমেয়স্য রূপ্যতে।

গুণানাং সমতাং দৃষ্টা রূপকং নাম তদ্বিদুঃ।

উপমৈব তিরোভূতভেদা রূপকমেব বা। [৬৩]

অর্থাৎ গুণের সাদৃশ্যবলে উপমেয়ের যে তত্ত্ব উপমান দ্বারা রূপিত হয়, পণ্ডিতেরা তাকে রূপক অলংকার বলেন। এটি প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণে বলা হচ্ছে, পরস্পর সাদৃশ্যমূলক যে উপমা অলংকার তাতে পরস্পরের ভেদও পরিস্ফুট থাকে। যেখানে এই ভেদ তিরোহিত হয়, সেখানে রূপক অলংকার হয়।

(গ) সহোক্তি

এবার পুরাণকার সাদৃশ্যমূলক 'সহোক্তি' অলংকার বিবৃত করেছেন। *'সহোক্তিঃ সহভাবেন কথনং তুল্যধর্মিনাম্।'* [৬৪]

অর্থাৎ তুল্যধর্মা দুই বা ততোধিক পদার্থের একত্র সমাবেশ হলে তাকে সহোক্তি অলংকার বলে।

(ঘ) অর্থান্তরন্যাস

সাদৃশ্যমূলক অলংকারের চতুর্থ ভেদ অর্থান্তরন্যাস– এর লক্ষণটি এরূপ– *ভবেদর্থান্তরন্যাসঃ সাদৃশ্যেনোত্তরেন সঃ ।*[৬৫]

অর্থান্তরন্যাসে দুটি বাক্য থাকবে। উত্তরবাক্যে পূর্ববাক্যের সদৃশ অর্থ উপন্যস্ত হবে। বস্তুত উত্তর বাক্যের দ্বারা পূর্ববাক্যের সমর্থন হল অর্থান্তরন্যাস।

উৎপ্রেক্ষা

অতঃপর উৎপ্রেক্ষা' অলংকার প্রসঙ্গে পুরাণকার বলেন, চেতন বা অচেতনের দ্বারা এক প্রকারে উপস্থিত আচরণ যদি অন্য প্রকারে কল্পনা করা হয়, তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলা হয়।[৬৬]

অতিশয়োক্তি

পুরাণকার বলেন, লোকসীমাকে যদি কোন বস্তুধর্ম অতিক্রম করে যায়, তবে তার বর্ণনা হল অতিশয় অলংকার। এটি সম্ভব ও অসম্ভব ভেদে দু প্রকার।[৬৭]

অতঃপর পুরাণকার **বিশেষোক্তি** নামক একটি অলংকারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। লক্ষণীয়, পুরাণকার পূর্বে আট প্রকার অর্থালংকারের কথা বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে এ অলংকারটির উল্লেখ নেই। বিশেষোক্তি অলংকারের লক্ষণে তিনি বলেন–

গুণ-জাতি-ক্রিয়াদিনাং যত্র বৈকল্যদর্শনম্ ।

বিশেষদর্শনায়ৈব সা বিশেষোক্তিরুচ্যতে ।[৬৮]

অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যদি কোন পদার্থের গুণ, জাতি বা ক্রিয়ার বৈকল্য দেখান হয় তাকে বিশেষোক্তি অলংকার বলে।

বিভাবনা

বিভাবনার লক্ষণে পুরাণকার বলেন, কোন কার্যের প্রসিদ্ধ কারণ নিষেধ করে যদি তার অপর কারণ কল্পনা করা হয় অথবা কার্যটি স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করা হয় (কারণ নেই এমন বলা হয়), তবে তাকে বিভাবনা অলংকার বলে।

প্রসিদ্ধহেতুব্যাবৃত্ত্যা যৎকিঞ্চিৎ কারণান্তরম্ ।

যত্র স্বাভাবিকত্বং বা বিভাব্যং সা বিভাবনা ।[৬৯]

বিরোধ

বিরোধ অলংকার এরূপে বর্ণিত হয়েছে–

সঙ্গতীকরণং যুক্ত্যা যদসংগচ্ছমানয়োঃ।

বিরোধপূর্বকত্বেন তদ্বিরোধ ইতি স্মৃতম্।।[৭০]

অর্থাৎ যেখানে দুটি পরস্পর অসঙ্গত পদার্থকে যুক্তির দ্বারা সঙ্গত করা হয় তাকে বিরোধালংকার বলে। এখানে প্রথমে বিরোধ প্রদর্শন করা চাই। ফলত দুটি বস্তুর আপাত বিরোধ প্রদর্শন করে তার সমাধান বিহিত হলে তাকে বিরোধালংকার বলে।

হেতু

অতঃপর পুরাণকার হেতু অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন–

সিষাধয়িষিতার্থস্য হেতুর্ভবতি সাধকঃ।

কারকো জ্ঞাপক ইতি দ্বিধা সোহপ্যুপজায়তে।।[৭১]

অর্থাৎ যে পদার্থ সিদ্ধ করতে হবে তার সাধক বা হেতু প্রদর্শন হল হেতু অলংকার। এই হেতু আবার দ্বিবিধ কারক ও জ্ঞাপক।

সম

পুরাণকার 'সম' অলংকারে নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার কোন বিবরণ দেননি।

শব্দার্থালংকার

অগ্নিপুরাণকার ৩৪৫তম অধ্যায়ে শব্দার্থালংকার বা উভয়ালংকারের আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, শব্দার্থালংকার শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের শোভাই যুগপৎ বর্ধিত করে। যেমন কণ্ঠে হার দিলে তা কণ্ঠ ও বক্ষ, উভয়ের সৌন্দর্যই বর্ধিত করে।

শব্দার্থয়োরলংকারো দ্বাবলঙ্কুরুতে সমম্।

একত্র নিহিতো হারঃ স্তনং গ্রীবামিবস্ত্রিয়াঃ।।[৭২]

পুরাণকারের মতে শব্দার্থালংকার ছয় প্রকার।[৭৩] –প্রশস্তি, কান্তি, ঔচিত্য, সংক্ষেপ, যাবদর্থতা ও অভিব্যক্তি।

প্রশস্তি– পরের চিত্ত দ্রবীভূত করার মত বাক্যবিন্যাসকে প্রশস্তি বলে। এই প্রশস্তি দ্বিবিধ-প্রেমোক্তি এবং স্তুতি।

প্রশস্তিঃ পরবন্মর্মদ্রবীকরণকর্মণঃ।

বাচোযুক্তির্দ্বিধা সা চ প্রেমোক্তিস্তুতিভেদতঃ।।[৭৪]

প্রেমোক্তি অর্থে প্রিয়জনের বিষয়ে মিষ্ট উক্তি বোঝায়। স্তুতি অর্থে গুণকীর্ত্তন-বিশেষ করে রাজা বা দেবতাদের সম্পর্কে।[৭৫]

কান্তি

পুরাণকার বলেন, কান্তি হচ্ছে সকলের পক্ষে প্রিয়কর শব্দার্থবিন্যাস। এতে রীতি, বৃত্তি এবং রসের তথা বিষয়বস্তুর মনোহর সমাবেশ থাকবে—

কান্তিঃ সর্বমনোরুচ্যবাচ্যবাচক সঙ্গতিঃ।

যথা বস্তু তথা রীতির্যথা বৃত্তিস্তথা রসঃ।।[৭৬]

ঔচিত্য

ঔচিত্য অলংকার তেজস্বী এবং মৃদু উভয়বিধ বচনবিন্যাসগত হতে পারে– 'উর্জস্বিমৃদুসন্দর্ভাদৌচিত্যমুপজায়তে।'

সংক্ষেপ

পুরাণকার সংক্ষেপ অলংকারের লক্ষণে বলেন, 'সংক্ষেপো বাচকৈরল্পৈর্বহোরর্থস্য সংগ্রহঃ।'[৭৭]

অর্থাৎ সংক্ষেপে হচ্ছে অল্পকথার দ্বারা বহু অর্থের প্রকাশ।

যাবদর্থতা

শব্দ এবং বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ হল যাবদর্থতা। অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক বা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। 'অন্যূনাধিকতা শব্দবস্তুনোর্যাবদর্থতা।'[৭৮]

অভিব্যক্তি

অভিব্যক্তি অর্থে সুস্পষ্ট করে অর্থ প্রকাশ—

প্রকটত্বমভিব্যক্তিঃ শ্রুতিরাক্ষেপ ইত্যপি।

তস্যাভেদৌ শ্রুতিস্তত্র শব্দং স্বার্থসমর্পণম্।।[৭৯]

যাবদর্থতার সঙ্গে এর কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যাবদর্থতা হলো অর্থানুরূপ শব্দবিন্যাস—ন্যূন বা অধিক হবে না। অভিব্যক্তি হচ্ছে অর্থের সম্পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ অর্থ অস্পষ্ট থাকবে না।

এর দুটি ভেদ– শ্রুতি ও আক্ষেপ।

শ্রুতি– সমর্পিত স্বার্থ শব্দ হল শ্রুতি। এই শ্রুতি আবার নৈমিত্তিকী এবং পরিভাষিকী ভেদে দ্বিবিধ। *'ভবেন্নৈমিত্তিকী পারিভাষিকী দ্বিবিধৈব সা।'*[৮০]

নৈমিত্তিকী অর্থে নিমিত্ত বিশেষে যে অর্থ প্রকাশিত হয়। পরিভাষা অর্থে সংকেত, অর্থাৎ সংকেতের বলে অর্থবিশেষের প্রকাশ– *'সংকেতঃ পরিভাষেতি ততঃ স্যাৎ পারিভাষিকী।'*[৮১]

শ্রুতির এই দুটি ভেদ আবার প্রত্যেকটি দ্বিবিধ—মুখ্যা এবং ঔপচারিকী।

মুখ্যা হচ্ছে যা অভিধালভ্য অর্থ প্রকাশ করে। ঔপচারিকী অর্থে যা কারণ বিশেষে, মুখ্যার্থ হতে অপর অর্থ প্রকাশ করে। এ অলংকারটি আবার লক্ষণ ও গুণ অনুসারে দ্বিবিধ—লাক্ষণিকী এবং গৌণী।[৮২]

লক্ষণার পরিচয়ে পুরাণকার বলেন– *অভিধেয়াবিনাভূতা প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে'*।[৮৩]

অভিধেয় ব্যতিরেকে যে অন্যান্য প্রতীতি, তাকে লক্ষণা বলে। অভিধেয় অর্থাৎ মুখ্যার্থের সাথে অবিনাভূত যে বোধ তাই লক্ষণা।

এই লক্ষণা আবার পঞ্চবিধ।[৮৪]

পুরাণকার বলেন, গুণযোগ অনন্ত। কাজেই তদ্‌বশে গৌণীও অনন্ত। গৌণী গুণানামানন্ত্যাদনন্তা তদ্বিবক্ষয়া।'[৮৫] এখানে পুরাণকার আরেকটি প্রকারভেদ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, লোকসীমাকে অতিক্রম করে না– এরূপভাবে যদি একের ধর্ম অন্যত্র আরোপিত হয়, তাহলে তা সমাধি নামক অলংকার হয়।[৮৬]

আক্ষেপ

অভিব্যক্তির অপরভেদ আক্ষেপ। এর দুটি সংজ্ঞা পুরাণে পাওয়া যায়। যখন শ্রুতির দ্বারা বক্তব্য প্রকাশিত না হয়ে অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন আক্ষেপ অলংকার হয়। একে ধ্বনিও বলা যায়। কারণ এখানে মুখ্যার্থের ভেতর থেকে বিশেষ অর্থ ধ্বনিত হয়। যেখানে শব্দ বা মুখ্যার্থ নিজেকে অপ্রধান করে অপর অর্থকে প্রধানরূপে ধ্বনিত করে তাই আক্ষেপ।

আবার বিশেষার্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুখ্যার্থের নিষেধ বা অপ্রকাশও আক্ষেপ-ধ্বনি।[৮৭]

ইষ্টের প্রতিশেধের ন্যায় অভিধেয়ের দ্বারা প্রকাশেচ্ছায় যে বিশেষ, তাকেই বলা হয় আক্ষেপ। এ স্থলে স্তোত্রকেই 'স্তুত' বলে অথবা অধিকার বহির্গত অন্য যে স্তুতি, তাই স্তুত। এখানেও ধ্বনিত অর্থ মুখ্য হয়ে আক্ষেপ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

যেখানে প্রায় সকল আলংকারিক আক্ষেপ অলংকারকে অর্থালংকার রূপে স্বীকার করেছেন, সেখানে অগ্নিপুরাণকার এ অলংকারকে শব্দার্থালংকার বলেছেন।

অতঃপর আক্ষেপ অলংকারের একটি ভেদ 'অপ্রস্তুতস্তোত্র' নামক অলংকারটির কথা বলা হচ্ছে।

পুরণাকার এর লক্ষণে বলেন–

অপ্রস্তুতস্তোত্রমিদং পুনঃ।

অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোহন্যস্য যা স্তুতিঃ।[৮৮]

যখন বর্ণনীয় পদার্থ বর্ণনা না করে তদ্ভিন্ন অপরের স্তুতি করা হয় (প্রশংসা বা নিন্দা), তাকে অপ্রস্তুতস্তোত্র বলে। এর ফল হল প্রস্তুত বস্তুর স্তুতি। এভাবে যে অলংকারটি সৃষ্টি হয় তার নাম *অপ্রস্তুতস্তোত্র* অলংকার।

অতঃপর পুরাণকার আক্ষেপ ধ্বনির অন্তর্গত 'সমাসোক্তি' অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন।

সমাসোক্তির বিবরণে পুরাণকার বলেন–

যত্রোক্তং গম্যতে নার্থস্তৎ সমানবিশেষণম্।

সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষেপার্থতয়া বুধৈঃ।।[৮৯]

সমাসোক্তি অর্থে সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশ। যাতে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সমান বিশেষণের দ্বারা অর্থের বোধ জন্মে, সংক্ষেপার্থের কারণে তাকে *সমাসোক্তি* অলংকার বলা হয়।

অপহ্নুতি আক্ষেপ ধ্বনিগত অপর একটি অলংকার। অপহ্নুতি অলংকার এর লক্ষণে পুরাণকার বলেন–

অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থসূচনম্।'[৯০]

কিঞ্চিৎ অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয় (উপমেয়) গোপন করে যদি অন্যার্থ অর্থাৎ উপমানের সূচনা করা হয়, তবে তা অপহ্নুতি অলংকার। প্রস্তুত উপমেয়কে নিষেধ করে অপ্রস্তুত উপমানের উপস্থাপন হল **অপহ্নুতি**। পর্যায়োক্তও একপ্রকার আক্ষেপধ্বনিমূলক অলংকার।

এর লক্ষণটি হল– 'পর্যায়োক্ত যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে।'[৯১]

অর্থাৎ যখন প্রকৃত বস্তু অন্যপ্রকারে বর্ণিত হয়, তখন পর্যায়োক্ত অলংকার হয়।

আক্ষেপ অলংকারের অন্তর্গত অলংকারগুলির সাধারণ বা সামান্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধ্বনি। পুরাণকারের মতে এদের সাধারণ সংজ্ঞাও ধ্বনি।

অলংকারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ বা উভয় অলংকারের এই তিন প্রকার বিভাগ অগ্নিপুরাণেই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে উক্ত ত্রিবিধ অলংকারের মধ্যে শব্দালংকার ৯ প্রকার, অর্থালংকার প্রধানত ৮ প্রকার, শব্দার্থালংকার ৬ প্রকার। পুরাণকার এদের আবার বিবিধ প্রকার ভেদ দেখিয়েছেন। অগ্নিপুরাণকার যদিও তাঁর নয় প্রকার শব্দালংকারের মধ্যে যমককে পরিগণিত করেননি, কিন্তু বর্ণাবৃত্তিস্বরূপ হওয়ায় তিনি যমককে অনুপ্রাস অলংকারের বিশদ আলোচনার শেষে বিবৃত করেছেন। তিনি দশ প্রকার যমককে শ্রেষ্ঠ যমক বলে উল্লেখ করেছেন। আচার্য ভরতও এই দশটি ভেদেরই উল্লেখ করেছেন। ভরতের সঙ্গে অগ্নিপূরাণকারের এই ভেদের নামগুলিরও সাদৃশ্য আছে।

অগ্নিপুরাণের অর্থালংকার পর্যালোচনায় শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায় যা অন্য অলংকার গ্রন্থে দেখা যায় না। তিনি প্রথমত স্বরূপ-সাদৃশ্যাদি মূলক আট প্রকার অলংকারের কথা বলেছেন। স্বরূপের দু প্রকার ভেদ বলেছেন– স্বকীয় ও আগন্তুক। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের ভেদ হল– উপমা, রূপক, সহোক্তি ও অর্থান্তরন্যাস। অগ্নিপুরাণকার এই বিভাগগুলির আবার বিভিন্ন প্রকার উপবিভাগ করেছেন। তিনি ১৮ প্রকার উপমার কথা বলেছেন। পুরাণকার তাঁর অর্থালংকারের তালিকায় বিশেষোক্তি অলংকারটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু বর্ণনা দিয়েছেন। আবার 'সম' অলংকারটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্ণনা দেননি।

অগ্নিপুরাণকারের শব্দার্থালংকারের ভেদও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই শব্দার্থালংকার অন্যান্য আলংকারিকদের মতে অর্থালংকার। কেউ কেউ উভয়ালংকার অন্য প্রকারে স্বীকার করেছেন, কেবল আলংকারিক ভোজের মত পুরাণকারের মতের অনেকটা অনুরূপ। পুরাণকারের মতে শব্দার্থালংকার ছয় প্রকার- প্রশস্তি, কান্তি, ঔচিত্য, সংক্ষেপ, যাবদর্থতা ও অভিব্যক্তি। পুরাণকারের ধ্বনির আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। শব্দার্থালংকার আলোচনার প্রসঙ্গে ধ্বনির উল্লেখমাত্র করেছেন এবং আক্ষেপ অলংকারকেই ধ্বনি বলেছেন। আক্ষেপ অলংকারের অন্তর্গত অপ্রস্তুতস্তোত্র, সমাসোক্তি, অপহ্নুতি ও পর্যায়োক্ত অলংকারের সাধারণ যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তার নামও ধ্বনি।

ছয়

পুরাণদুটিতে বর্ণিত অলংকারতত্ত্বের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ আঠারটি অলংকারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন শ্রেণীবিভাগ করেননি প্রকৃতপক্ষে তা শব্দগত এবং অর্থগত এই দু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (১) শব্দগত হল তিনটি-অনুপ্রাস, যমক এবং প্রহেলিকা (বিঃ পুঃ ৩/১৬)। পুরাণকার অলংকার অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্দশ অধ্যায় প্রহেলিকার আলোচনা না করে ষোড়শ অধ্যায়ে ১৫টি শ্লোকে প্রহেলিকার আলোচনা করেছেন। (২) অর্থগত হল-রূপক, ব্যতিরেক, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, উপন্যাস, বিভাবনা, অতিশয়োক্তি, বার্তা, যথাসংখ্য, বিশেষোক্তি, বিরোধ নিন্দাস্তুতি, নিদর্শনা ও অনন্বয়– এই পনেরটি।

সেক্ষেত্রে অগ্নিপুরাণকার শব্দালংকার, অর্থালংকার ও শব্দার্থালংকার নামে অলংকারের তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। অগ্নিপুরাণকারের মতে শব্দালংকার প্রধানত ৯টি, অর্থালংকার প্রধানত ৮টি ও শব্দার্থালংকার ৬টি। উভয় পুরাণেই অনুপ্রাস, যমক, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অর্থান্তরন্যাস, বিভাবনা, অতিশয়োক্তি, বিশেষোক্তি ও বিরোধ অলংকারের আলোচনা রয়েছে। তবে লক্ষণ বর্ণনায় কোথাও কোথাও কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণকার বর্ণিত ব্যতিরেক, শ্লেষ, উপন্যাস (ব্যাজোক্তি), বার্তা (স্বভাবোক্তি) নিন্দাস্তুতি নিদর্শনা– এ কটি অলংকারের বর্ণনা অগ্নিপুরাণে নেই।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বর্ণিত অনন্বয় অলংকারকে অগ্নিপুরাণকার অসাধারণোপমা বলেছেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের যথাসংখ্য অলংকারটি অগ্নিপুরাণে অলংকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি, তা 'গুণ' রূপে বিবেচিত হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে উপমা অলংকারের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু অগ্নিপুরাণে উপমা অলংকারের শ্রেণীবিভাগসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উভয় পুরাণেই অলংকারের সংজ্ঞার্থসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু কেউই কোন অলংকারের কোন উদাহরণ দেননি।

রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস ও বিভাবনা অলংকারের লক্ষণে দু পুরাণে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। পুরাণদুটোতে বিশেষোক্তি অলংকারের লক্ষণ বর্ণনায় ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়।

অগ্নিপুরাণে শব্দালংকারের মধ্যে বর্ণিত দুষ্কর অলংকারের কোথাও স্বীকৃতি নেই। এটি অগ্নিপুরাণের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু এর অন্যতম প্রকারভেদ 'বন্ধ' অলংকারকে অনেকেই স্বীকার করেছেন।

অগ্নিপুরাণকারের মতে উপমা আঠার প্রকার। আচার্য দণ্ডী বত্রিশ প্রকার উপমার উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনাথের মতে উপমা সাতাশ প্রকার। অধিকাংশ আলংকারিকই উপমাকে অর্থালংকার বলেছেন। ভোজের মতে এটি উভয়ালংকার।

অগ্নিপুরাণকার প্রথমত আঠার প্রকার উপমা অলংকারের কথা বলে, পরে আবার উপমার পাঁচটি ভেদ দেখিয়েছেন। কিন্তু এগুলোর বিশদ বিবরণ দেননি। এক্ষেত্রে ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে কারিকাটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত করেছেন।

অগ্নিপুরাণে–

প্রশংসা চৈব নিন্দা চ কল্পিতা সদৃশী তথা।

কিঞ্চিচ্চ সদৃশী জ্ঞেয়া উপমা পঞ্চধা পুনঃ।[৯২]

নাট্যশাস্ত্রে–

প্রশংসা চৈব নিন্দা চ কল্পিতা সদৃশী তথা।

কিঞ্চিৎ সদৃশী জ্ঞেয়া হ্যুপমা পঞ্চধা বুধৈঃ।[৯৩]

অগ্নিপুরাণকার রূপকের দুটি লক্ষণ করেছেন। প্রথম লক্ষণটি ভামহের কাব্যালংকার থেকে অবিকল গৃহীত।[৯৪] দ্বিতীয় লক্ষণটি আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শের অনুরূপ।[৯৫]

অলংকারের লক্ষণ বর্ণনায় অগ্নিপুরাণকার ও দণ্ডীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। অগ্নিপুরাণকারের বিভাবনার লক্ষণটি দণ্ডীর লক্ষণের অনুরূপ। অগ্নিপুরাণকারের অর্থালংকার হিসেবে উল্লেখিত 'হেতু' অলংকারকে ভামহ, উদ্ভট প্রমুখ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে না বলে অলংকার হিসেবে স্বীকার করেননি।

অগ্নিপুরাণকার 'সম' অলংকারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন লক্ষণ নির্দেশ করেননি। সাহিত্য দর্পণকার 'সম' অলংকারের লক্ষণে বলেন– *সমং স্যাদানুরূপ্যেণ শ্লাঘা যোগস্য বস্তুনঃ।*[৯৬] অর্থাৎ পরস্পরের সাদৃশ্যবশত যোগ্যবস্তুর সাথে অন্য যোগ্যবস্তুর সম্বন্ধের প্রশংসা হলে 'সম' অলংকার হয়। অগ্নিপুরাণকার অলংকারকে ত্রিধাবিভক্ত করে তৎকথিত শব্দার্থালংকারকে আবার ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। শব্দার্থালংকারের এই বিভাজন অন্য কোন আলংকারিক প্রদর্শন করেন নি।

অগ্নিপুরাণকার কথিত শব্দার্থালংকারের 'প্রশস্তি' অলংকারটি দণ্ডী স্বীকৃত 'প্রেয়' অলংকারটির সাথে তুলনীয়।[৯৭] পুরাণকারের 'ঔচিত্য' অলংকারকে কেউ অলংকাররূপে স্বীকার করেননি। তবে ঔচিত্যের গুরুত্ব সকল আলংকারিক স্বীকার

করেছেন। পরবর্তী আলংকারিকগণের মতে ঔচিত্য ভঙ্গ হলে রসের আস্বাদন ব্যাহত হয়। *অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।*'[৯৮] মনে হয়, কাব্যে ঔচিত্যের এরূপ গুরুত্বহেতু একে অগ্নিপুরাণকার অলংকার পদবী দান করেছেন।

অগ্নিপুরাণকার সমাধিকে শব্দার্থালংকার বলেছেন। ভরত[৯৯], দণ্ডী[১০০] এটিকে গুণ বলেছেন। মম্মট[১০১], বিশ্বনাথ[১০২] একে অর্থালংকার বলেছেন। ভোজ সমাধ্যুক্তি নামে একটি উভয়ালংকার স্বীকার করেছেন।

অগ্নিপুরাণকারের অপ্রস্তুতস্তোত্র, সমাসোক্তি, অপহ্নুতি ও পর্যায়োক্ত শব্দার্থালংকারগুলিকে একমাত্র ভোজ ছাড়া অন্যান্য আলংকারিকগণ অর্থালংকার বলেছেন। ভোজ এদেরকে উভয়ালংকার বলেছেন। পুরাণকারের অপ্রস্তস্তোত্রকে অন্য আলংকারিকগণ অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার বলেছেন।[১০৩] ভোজের অপহ্নুতি অলংকারের লক্ষণটি অগ্নিপুরাণের লক্ষণের অনুরূপ।[১০৪] পর্যায়োক্তের লক্ষণটি অগ্নিপুরাণকার ভামহ থেকে অবিকল উদ্ধৃত করেছেন।[১০৫]

সমগ্র আলোচনার মধ্যদিয়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পুরাণের লক্ষণ অনুসারে অবশ্য-আলোচ্য বিষয় না হলেও প্রসঙ্গক্রমে অলংকারতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা পুরাণের জগতে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ও অগ্নিপুরাণ একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের একদিকে রয়েছেন ভরত। অন্যদিকে ভামহ, দণ্ডী প্রমুখ আলংকারিকদের অবস্থান। এর দ্বারা অলংকারতত্ত্বের আলোচনার একটি ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ্য করছি। লক্ষ্য করছি অলংকারতত্ত্বের ক্রমবিকাশ। শ্রেণীবিভাগ না করে অলংকারসমূহের আলোচনার দ্বারা ভরত ও বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণকারের প্রাচীনতা সূচিত হয়।

অনেকে মনে করেন, অগ্নিপুরাণে অলংকারাধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত। তা যাই হোক, কাব্যতত্ত্বের দিক থেকে অলংকার সম্পর্কিত এ ভিন্নতর আলোচনা তুলনামূলক বিচারের সহায়ক। তাছাড়া ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট প্রমুখ বর্ণিত অলংকারতত্ত্বের ধারা অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অলংকারতত্ত্বকে তেমন প্রভাবিত করেনি। এদিকে অধ্যাপক সুরেশমোহন ভট্টাচার্য যথার্থভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১০৬] হয়তো অগ্নিপুরাণকার অলংকারতত্ত্বের অধুনালুপ্ত অন্য কোন মতবাদ অনুসরণ করেছেন। তাই অলংকারের শ্রেণী বিভাগ, নামকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্নিপুরাণে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে অলংকারতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ও অগ্নিপুরাণের অলংকার বিবেচনা দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে সংযুক্ত রয়েছে। হয়ে উঠেছে কাব্যতত্ত্বপিপাসুদের কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, ১৭/৪ [দ্রষ্টব্য ঃ বিষ্ণুপুরাণ (৩। ৬। ১৫) বায়ুপুরাণ (৪.১০-১১) ও মৎস্যপুরাণ (৫৩.৬৩)]

২. "Its internal evidence as a whole indicates that it can not be earlier than 400 A.D. and later than 500 A.D."

S.K.Dey, *History of Sanskrit poetics*, Calcutta, 1976, pp 96-97.

৩. The foregoing discussion goes to establish that the Agnipurana is later than the 7th century at least and the section on poetics was certainly compiled about or a little after 900 A.D. and probably after 1050 A.D."

P.V.Kane, *History of Sanskrit Poetics*, Delhi, 1971,p.9.

৪. Anasuya Bhoumik, *Vanhipurana*, *"Anviksa"* Research Journal of the dept. of Sanskrit, Jadavpur University, (Ed.Manabendu Banerjee), Kolkata.

The article started from the vol. XXI and still continuing.

৫. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ (বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ), ১৯১২,১৪/১

৬. *অত্যর্থং তৎকৃতং রাজন্ গ্রাম্যতামুপগচ্ছতি।* পূর্বোক্ত, ১৪/২

৭. *শব্দাঃ সমানানুপূর্বা যমকং কীতিতং পুনঃ।* পূর্বোক্ত, ১৪/২

৮. *আদৌ মধ্যে তথৈবান্তে পাদস্য তু তদিষ্যতে।*
সন্দষ্টকসমুদ্গাখ্যৌ তথৈব যমকৌ মতৌ। পূর্বোক্ত, ১৪/৩

৯. *সমস্তপাদযমকং দুষ্করং পরকীর্তিতম্।* পূর্বোক্ত, ১৪/৪

১০. *উপমানেন তুল্যত্বমুপমেয়স্য রূপকম্।* পূর্বোক্ত, ১৪/৪

১১. পূর্বোক্ত, ১৪/৫-৬

১২. *দ্বিত্র্যর্থবাচকৈঃ শব্দৈঃ শ্লেষ ইত্যভিধীয়তে।* পূর্বোক্ত, ১৪/৬

১৩. *উপন্যাসস্তথান্যঃ স্যাৎপ্রস্তুতাদ্যঃ ক্বচিদ্ভবেৎ।*
জ্ঞেয়ঃ সো'র্থান্তরন্যাসঃ পূর্বার্থানুগতো যদি। পূর্বোক্ত, ১৪/৮

১৪. *উপন্যাসেন বান্যস্য যদন্যঃ পরিকীর্ত্যতে।*
উপন্যাসসমলংকারং তন্নরেন্দ্র প্রচক্ষতে। পূর্বোক্ত, ১৪/৯

১৫. পূর্বোক্ত, ১৪/১০

১৬. *প্রোক্তা চাতিশয়োক্তিস্তু হ্যতুলৈরূপমাগুণৈঃ।* পূর্বোক্ত, ১৪/১০

১৭. *যথাস্বরূপকথনং বার্তেতি পরিকীর্তিতম্।*
ভূয়সামুপদিষ্টানাং নির্দেশঃ ক্রমশস্তথা। পূর্বোক্ত, ১৪/১১

১৮. *যথাসংখ্যমিতি প্রোক্তমলংকারং পুরাতনৈঃ।* পূর্বোক্ত, ১৪/১২

১৯. *বিশেষপ্রাপণাদুক্তা বিশেষোক্তিস্তথা নৃপ।* পূর্বোক্ত, ১৪/১২

২০. *যা ক্রিয়া চান্যফলদা বিরোধস্তু স ইষ্যতে।* পূর্বোক্ত, ১৪/১৩

২১. পূর্বোক্ত, ১৪/১৩-১৪

২২. *বস্তুনা রূপ্যমানেণ দর্শনং তন্নিদর্শনম্।* পূর্বোক্ত, ১৪/১৪

২৩. *বিনা তয়া স্যাদুপমা তু যত্র তেনৈব তস্যৈব ভবেন্নৃবীর।*
অনন্বয়াখ্যং কথিতং পুরাণৈরেতাবদুক্তং তব লেশমাত্রম্। পূর্বোক্ত, ১৪/১৫

২৪. আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), অগ্নিপুরাণ ৩৪২/১৭, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৯।

২৫. পূর্বোক্ত, ৩৪২/২৬

২৬. পূর্বোক্ত, ৩৪২/২৭-২৮

২৭. পূর্বোক্ত, ৩৪২/২৯-৩০

২৮. পূর্বোক্ত, ৩৪২/৩১

২৯. পূর্বোক্ত, ৩৪২/৩২-৩৩

৩০. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/১-২

৩১. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/১১

৩২. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/১১-১৬

৩৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/২১

৩৪. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/২৩-২৪

৩৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/২৪-২৫

৩৬. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/২৬

৩৭. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/৩০

৩৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/৩১

৩৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/৩২

৪০. পূর্বোক্ত, ৩৪৩/৩৯

৪১. অলংকরণমর্থানামর্থালংকার ইষ্যতে।

তং বিনা শব্দসৌন্দর্যমপি নাস্তি মনোহরম্। পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১

৪২. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২

৪৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২-৩

৪৪. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/৩-৪

৪৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/৬-৭

৪৬. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/৭

৪৭. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/৮-৯

৪৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/৯

৪৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১০

৫০. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১১

৫১. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১১-১২

৫২. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১২

৫৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১২

৫৪. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৩

৫৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৫

৫৬. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৬ [পাঠান্তর রয়েছে]

৫৭. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৭

৫৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৮

৫৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৮

৬০. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৯

৬১. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/১৯

৬২. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২০

৬৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২২

৬৪. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৩

৬৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৩

৬৬. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৪

৬৭. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৫

৬৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৬

৬৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৭

৭০. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৮

৭১. পূর্বোক্ত, ৩৪৪/২৯

৭২. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১

৭৩. *প্রশস্তিঃ কান্তিরৌচিত্যং সংক্ষেপো যাবদর্থতা।*
অভিব্যক্তিরিতি ব্যক্তং ষড়্ভেদাস্তস্য জাগ্রতি। পূর্বোক্ত, ৩৪৫/২

৭৪. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৩

৭৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৪

৭৬. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৪-৫

৭৭. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৬

৭৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৬

৭৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৭

৮০. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৮

৮১. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৮

৮২. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/৯-১০

৮৩. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১১

৮৪. *অভিধেয়েন সম্বন্ধাৎ সামীপ্যাৎ সমবায়তঃ।*
বৈপরীত্যাং ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা। পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১১

৮৫. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১২

৮৬. *অন্যধর্মস্ততো'ন্যত্র* লোকসূমানুরোধিনা।
সম্যগাধীয়তে যত্র স সমাধিরিহ স্মৃতঃ। পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৩

৮৭. *শ্রুতেরলভ্যমানোহর্থো যস্মাদ্ভাতি সচেতনঃ।*
স আক্ষেপো ধ্বনিঃ স্যাচ্চ ধ্বনিনা ব্যজ্যতে যতঃ।
শব্দনার্থেন যথার্থঃ কৃত্বা স্বয়মুপার্জনম্।
প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষাহভিধিৎসয়া।
তমাক্ষেপং ব্রুবন্তি।। পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৪-১৫

৮৮. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৫-১৬

৮৯. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৭

৯০. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৮

৯১. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/১৮

৯২. পূর্বোক্ত, ৩৪৫/২১

৯৩. পণ্ডিত বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভরত, *নাট্যশাস্ত্র, ১৭/৪৯,* চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮০।

৯৪. বটুকনাথশার্মা ও বলদেব উপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভামহ, *কাব্যালংকার, ২/২১,* বারাণসী, ১৯৮১

৯৫. রঙ্গাচার্য রেড্ডী (সম্পাদিত), দণ্ডী, *কাব্যাদর্শ ২/৬৬,* পূণা ১৯৭০

৯৬. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ, ১০ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৬৩, কলিকাতা,* ১৩৮৬

৯৭. পূর্বোক্ত, কাব্যাদর্শ ২/২৭৫

৯৮. শ্রী সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য (অনূদিত), আনন্দবর্ধন, *ধ্বন্যালোক ৩/১৪ বৃত্তি (লোচনটীকাযুক্ত)* কলিকাতা, ১৩৫৭

৯৯. পূর্বোক্ত, কাব্যাদর্শ, ১/৯৩

১০০. পূর্বোক্ত, নাট্যশাস্ত্র, ১৭/১০১

১০১. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মম্মট ভট্ট, *কাব্য প্রকাশ, ১০/সূত্র* ১৯২, কলিকাতা, ১৯৬৫

১০২. পূর্বোক্ত, সাহিত্য দর্পণ, ১০/৮৫

১০৩. পূর্বোক্ত, কাব্যালংকার, ৩/২৯

পূর্বোক্ত, *কাব্যাদর্শ, ২/৩৪০*

পূর্বোক্ত, *কাব্যপ্রকাশ,* ১০/সূত্র ১৫১

পূর্বোক্ত, *সাহিত্যদর্পণ,* ১০/৫৮

১০৪. শ্রী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), ভোজ, *সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ৪/১১৭,* কলিকাতা, ১৮৯৯

১০৫. পূর্বোক্ত, *কাব্যালংকার,* ৩/৮

১০৬. Suresh Mohan Bhattacharya, *The Alamkara Section of the Agnipurana*, Calcutta, 1976, p.113